শিক্ষাগুরুরও আশ্রয় গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যকত্ব শ্রুতিগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিজিতহৃষীকবায়ুভিঃ" ১০।৮৭ অধ্যায়ে শ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে স্তব করিতে বলিয়াছেন— যাহারা শ্রীগুরু পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিজ সাধনরূপ পুরুষকারে অতি লোলুপ, অদান্ত (অদলিত) মনোরূপ অশ্বকে বিজিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু দ্বারা সংযত করিতে অর্থাৎ শ্রীভগবানের দিকে অন্তর্মুখ করিতে প্রযত্নবান্ হয়, তাহারা সেইসকল উপায় অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া কেবল খেদই লাভ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের জীবন রাশি রাশি দুঃখময় হইয়া থাকে। অতএব তাহারা এই সংসারেই থাকিয়া যায়। কারণ মনকে ভগবদুন্মুখ করিতে পারে না বলিয়াই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। হে অজ! কর্ণধারবিহীন তরী সাগরে পড়িলে যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, শ্রীগুরুচরণ-আশ্রয়হীন সাধকও সংসারসাগরে পড়িলে তেমনই দশা প্রাপ্ত হয়। শ্রীগুরুচরণপ্রদর্শিত ভগবদ্ভজন প্রকারের দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্ম জ্ঞান হইলে ভগবৎকৃপায় দুঃখরাশিতে অভিভূত না হইয়া শীঘ্রই মনকে নিশ্চল করিতে পারে। শ্রুতিকৃত স্তোত্র শ্লোকের ইহাই সার-মর্ম্ম। এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লেখ আছে যে—"গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈ-রহমিকাপরৈঃ॥ গুরুভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের কথা স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণ হইতে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। বিজ্ঞগণ শ্রীগুরুচরণকেই সেবা করিয়া থাকেন। "আমি বেশ বুঝি"—এইপ্রকার অহঙ্কারী জীব শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াও লাভ করিতে পারে না। শ্রুতিও বলেন—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং যেমন পরমেশ্বরে, শ্রীগুরুদেবেও সেইপ্রকার পরাভক্তি আছে, তাহারই হৃদয়ে শাস্ত্রকথিত শ্রীভগবতসম্বন্ধী সাধ্যসাধন পুরুষার্থতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহার শ্রীগুরুচরণে ভক্তি নাই, তাহার হৃদয়ে শাস্ত্রকথিত তত্ত্ব প্রকাশ পায় না॥ ২০৯ ॥

অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব তদেতৎপরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্য ইত্যাশয়েনাহ—গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎপিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম॥ ২১০ ॥

সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো মৃত্যুঃ সংসারো যেন তম্। অত উক্তং শ্রীনারদেন—জুগুপ্সিতং